দৈনিক সংবাদ

তারিখ 2 ? DEC 1998
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণ কাজ শুরু

॥ নীলরতন সরকার ॥

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ক্যাম্পাসে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনের সম্মুখে প্রাথমিক কাজ শুরু করেছেন ভাস্কর শ্যামল চৌধুরী। চতুর্থ সমাবর্তন (২০শে ডিসেম্বর '৯৭) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী টেন্ডার আহ্বান করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক বিভাগ। ১৬ সদস্যবিশিষ্ট মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি ভাস্কর্য নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান উপাচার্য অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ হোসেন। মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিভাস্কর্য নির্মাণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে বরাদ্দ মিলেছে ২৫ লাখ টাকা। ভাস্কর শ্যামল চৌধুরী এ প্রতিবেদককে জানান, গত ১১ই অক্টোবর প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে তিনি (শ্যামল চৌধুরী) কাজ শুরু করেন। প্রতিযোগিতায় মডেল জমা পড়ে ১৪টি। ভাস্কর্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শ্যামল চৌধুরী জানান, উপস্থাপিত মডেলে বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনটি প্রতিকৃতি। একজন ছাত্র, একজন কৃষক ও একজন নারী যোদ্ধার প্রতিকৃতি সমন্বয়ে ভাস্কর্যের তিন দিকে তিনটি ভিন্ন ধাপে ফিগারগুলো স্থাপিত।

ছাত্র মুক্তিযোদ্ধা গ্রেনেড ছোড়ার ভঙ্গিমায় বাম হাতে রাইফেল। আর একদিকে একজন কৃষক যোদ্ধা তার সঙ্গিন-এর মাথায় বিজয়ের পতাকা বেঁধে উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। তার ডানপাশেই শাশ্বত বাংলার একজন রমণী দৃঢ়চিত্তে আহ্বান জানাচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য। ছাত্র-কৃষক-নারীর সমন্বয়ে দেশের গৌরবময় স্বাধীনতা যুদ্ধে আপামার জনসাধারণের সম্পৃক্ততার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নারীর প্রতিকৃতি কল্পিত হয়েছে দেশমাতৃকারূপে। আর অকুতোভয় যুবক যোদ্ধা হিসেবে দেখানো হয়েছে ছাত্রটিকে।

ভাস্কর্যের সর্বোচ্চ ধাপে কৃষক তার সঙ্গিন-এর মাথায় স্বাধিকারের পতাকা তুলে ধরার মাধ্যমে বহুদিন ধরে হৃদয়ে লালিত বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করছেন, প্রকাশ করছেন বিজয়ের সম্যক চিত্র।

ভাস্কর্য স্থাপিত হবে ভূমি থেকে চারটি ধাপে। দেড়ফুট উঁচুতে ১৮ ফুট ব্যাসের গোলাকার একটি বেদির মাঝে। ১১ ফুট x ১০ ফুট আয়তাকার এবং ৭ ফুট উঁচু দ্বিতীয় একটি বেদির উপর। ৭ ফুট উচ্চতার ৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন আন্দোলনের চিত্র ম্যুরাল (টেরাকোটা)-এর মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ফিগারগুলোর উচ্চতা ১৭ ফুট এবং ভূমি থেকে ফিগারের হাতে ধারণকৃত পতাকা পর্যন্ত উচ্চতা হবে মোট ৩৬ ফুট।